Sanatan Dharma

রুদ্রাক্ষ এবং এর গুরুত্ব

রুদ্রাক্ষ মূলত একটি গাছের বীজ, যা "দ্রাক্ষ বৃক্ষ" নামে পরিচিত। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে, যথা "রুদ্র" এবং "অক্ষ"। রুদ্র মানে শিব এবং অক্ষ মানে "চোখের জল"। এই শব্দগুলির যৌথ অর্থ "শিবের চোখ"। শাস্ত্র বলে যে এটি একজন ব্যক্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ করে। যাই হোক, বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে এটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক, নুট্রপিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বহন করে যা মানব দেহে শ্বাসযন্ত্র এবং রক্ত □□সঞ্চালনের উন্নতি করতে সহায়তা করে। ফলাফল উভয় বিজ্ঞানেই প্রমতিতো ও গৃহীত। ফলস্বরূপ, রুদ্রাক্ষ পরলে, আপনার মানুষিক চাপ কমে যাবে, শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, অবশেষে মনের শান্তি লাভ করবেন। রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে আপনি নিজেকে দেবোদদিবে মহাদেব শিবের সাথে যুক্ত হতে পারবেন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে "রুদ্রক্ষ" শব্দটি মহান গুরুত্ব বহন করে।

Published on: Apr, 17 2023 18:22

বিশ্বাস করা হয় যে রুদ্রাক্ষের পরিধানকারী শুধুমাত্র ভগবান শিবকেই নয় বরং সৌরজগতের বিভিন্ন দেবদেবীর যেমন দুর্গা, ভগবান ইন্দ্র, ভগবান ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু, ভগবান গণেশ, ভগবান কার্তিক , ভগবান আদিত্য এবং অন্যান্য দেবতাদেরও পছন্দের পাত্র হন। এটি সবসময় পরিধানকারীদের ইতিবাচক ফলাফল দেয় রত্ন পাথর এর ন্যায় কোনো খারাপ প্রভাব দেবে না । এটি শিবের কাছে খুবই প্রিয়, এই কারণে আপনি রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার ছাড়া শিবকে কল্পনা করতে পারবেন না। আপনার পাপগুলি জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে যাবে এর দর্শনে, মন্ত্রোচ্চারণ করলে ও আরাধনা করলে। বিশ্বাস করা হয় যে, একজন মানুষ শুধুমাত্র রুদ্রাক্ষাকে দেখে সীমাহীন পরিমাণে আনন্দ অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন শোক, দুঃখ ও দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে, শিবের ভক্তদের অবশ্যই রুদ্রাক্ষ পরতে হবে। এটা পরিধান করলে মনের সবরকম কামনা পূর্ণ হবে। এটি পরিধান করে, আপনি মৃত্যুর সময় শিব সম্পর্কিত মহান জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এটি পরিধানকারীর ক্যারিশমা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এটি আপনাকে আপনার কুণ্ডলিনী বা আধ্যাত্মিক জাগরণ প্রক্রিয়া জাগ্রত করতে সহায়তা করে। স্ট্রেস, হাইপারটেনশন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যও এটি অত্যন্ত সুপরিচিত।

****
****
******

কালসর্প দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, ১১ মুখী, বা ১৪ মুখী রুদ্রাক্ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রাক্ষগুলি শনি গ্রহের প্রভাবকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে, যা কালসর্প দোষের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। মাঙ্গলিক দোষ: মাঙ্গলিক দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, বা ১১ মুখী রুদ্রাক্ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রাক্ষগুলি মঙ্গল গ্রহের প্রভাবকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে, যা মাঙ্গলিক দোষের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। গুরুচন্ডাল দোষ: গুরুচন্ডাল দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, বা ১১ মুখী রুদ্রাক্ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রাক্ষগুলি বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে, যা গুরুচন্ডাল দোষের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।